♦ গ্রাস্‌মানের সূত্র (Grassmann's Law) ঃ

মূল ভাষার স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের জার্মানিক শাখায় ধ্বনিপরিবর্তন গ্রীমের সূত্র দ্বারা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাত হয় নি। গ্রীম্ স্বয়ং এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। গ্রীমের সূত্রের দ্বারা কিছু কিছু পদে ধ্বনি পরিবর্তনের ব্যাখ্যা মেলে না। উদাহরণরূপে সংস্কৃত √বন্ধ্ কে গ্রহণ করা যেতে পারে। সংস্কৃত বন্ধ্ > ইংরাজি বাইণ্ড্ (bind)। এ স্থলে মনে রাখা প্রয়োজন ইংরাজিও জার্মানিক শাখারই একটি ভাষা। সুতরাং জার্মানিক শাখার ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়ম ইংরাজি ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

গ্রীমের সূত্র অনুযায়ী 'বন্ধ্' এর 'ব' (বর্গের তৃতীয় বর্ণ) প্রথম বর্ণে পরিণত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি। এই ধরণের ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা দিলেন গ্রাস্‌মান (W. Grassmann)। তিনি জানালেন সংস্কৃত 'বন্ধ্' এর প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি 'ব' কে মূল ভাষার প্রথম ধ্বনির সঙ্গে অভিন্ন মনে করার ফলেই এই বিপত্তি। আসলে খুব সম্ভব মূল ভাষায় শব্দটি ছিল 'ভেন্ধ্'। সুতরাং ভেন্ধ্ > সংস্কৃতে বন্ধ্ > ইংরাজিতে 'বাইণ্ড' (bind) এ পরিবর্তন তো গ্রীমের সূত্রেরই অনুসারী। বস্তুতঃ বিষমীভবনের ফলেই বন্ধ্, বাইণ্ড ইত্যাদি ব্যতিক্রম।

গ্রাস্‌মানের সূত্রটি হলো ঃ

মূলভাষার কোনও পদে পাশাপাশি দুটি অক্ষর মহাপ্রাণ ধ্বনি থাক্‌লে, তাদের একটি (প্রায়ই প্রথমটি) অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে গ্রীক এবং আর্যশাখায়।

গ্রীক ভাষায় অবশ্য সঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি প্রথমে অঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়েছে, তারপর হয়েছে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন ধ্বনি ভ > ব > প। গ্রীক ভাষার এই ক্রম।

গ্রাস্‌মানের সূত্রের আরও কয়েকটি উদাহরণ ঃ

আনুমানিক মূল শব্দ ভেউধ > সংস্কৃত বোধ, গথিক বিন্দন (bindan), গ্রীক্ পেউথ্।

মূলভাষা ভেউধোমাই (Bheudhomai), গ্রীক পেউধোমাই, সংস্কৃত বোধামি।

মূলভাষা ধুঘতের্ (Dhughter) গ্রীক যুগতের, সংস্কৃত 'দুহিতা' ইত্যাদি।

প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃতে ধা, ফল্, ভা, ভূ, ভৃ প্রভৃতি ধাতুর অভ্যস্ত রূপগুলি গ্রাস্‌মানের সূত্রকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। যথা—√ধা > দধাতি, দধতি, দধামি, দধৌ ইত্যাদি ; √ফল্ > পফাল ; ভা > বভৌ, ভূ > বভূব, বভূবতুঃ, বভূবুঃ ; ভৃ > বিভর্তি, বভার ইত্যাদি। অথচ উল্লিখিত ধাতুগুলিই অনভ্যস্ত অবস্থায় ধত্তে, ফলতি, ভাতি, ভবতি, ভবামি প্রভৃতি রূপ হয়। আবার √বুধ > ভোৎস্যতি। এ স্থলে লক্ষণীয় যে পূর্ব অক্ষরের মহাপ্রাণত্ব অক্ষুণ্ণ আছে কিন্তু দ্বিতীয় অক্ষর 'ধ' হারিয়েছে তার মহাপ্রাণত্ব, অল্পপ্রাণ হয়ে হয়েছে 'ত'।

সুতরাং বলা যায়, প্রথম অক্ষরটি মহাপ্রাণরূপে রক্ষিত হলে দ্বিতীয় অক্ষরের মহাপ্রাণটি অবশ্যই অল্পপ্রাণে পরিণত হবে।

Scanned with CamScanner